দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 26 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৩ ...

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার একটি উদ্যোগ এখন অন্ধকারে

সরকারী হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল দেখার কেউ নেই

সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ

দেশের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ট্রাডিশনাল মেডিসিনকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকারী হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতালে বর্তমানে করুণ অবস্থা বিরাজ করছে। সম্ভাবনাময় কলেজটির একদিকে যেমন ভর্তির আসন কমানো হয়েছে, তেমনি কলেজে নতুন শিক্ষকের নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি কলেজ থেকে ইন্টার্নী করা ছাত্ররা ভাতা পাচ্ছে না। আবার কলেজের শিক্ষকদেরও রয়েছে বেতন সংক্রান্ত নানা সমস্যা। অভিজ্ঞ মহলের মতে, দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে কলেজটির প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন। তা না হলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। ভিন্ন দেশের কাছে হাত পাততে হবে।

কলেজের কথা

১৯৭৮ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে বিশেষ করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও প্রকৃত চিকিৎসক গড়ে তুলতে এই সম্ভাবনাময় প্রকল্প হাতে নেন। ১৯৮১ সালে একনেক বৈঠকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন নামে নেয়া প্রকল্পে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। দেশের গরীব-দুঃখী মানুষের চিকিৎসা সেবার জন্য এ্যালোপ্যাথির পাশাপাশি অর্থাৎ এমবিবিএসের সমমানের ও সমপর্যায়ের বিএইচএমএস, বিইউএমএস ও বিএএমএস কোর্স চালু করা হয়। ৩ একর জায়গার উপর কলেজটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কলেজটিতে এ পর্যন্ত ১৪টি ব্যাচ পড়াশুনা করেছে। বর্তমানে প্রায় ৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে।

কলেজের বর্তমান অবস্থা

প্রথমে ৬ একর জমির উপর কলেজ, হাসপাতাল ও আবাসিক ভবন নির্মাণের কথা থাকলেও পরে অনেক কিছু বাদ দেয়া হয়। বর্তমানে কলেজটি তিন একর জায়গার মধ্যে আবাসিক সুবিধা ছাড়া চালু রয়েছে। ৬ষ্ঠ ব্যাচ থেকে শুরু হয়েছে ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর পরিবর্তে ৫০ জন ভর্তি করানো। অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এখানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয়ে থাকে। ভর্তির জন্য এসএসসি ও এইচএসসি বিজ্ঞান গ্রুপ থেকে ১২০০ নাম্বার থাকতে হবে। ৫ বছরের ও এক ইন্টার্নীর পর

সরকারী হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল

ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারীর উপর সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, সম্ভাবনাময় ও যে আশার প্রদীপ নিয়ে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা আর নেই। পরিকল্পনামত কলেজটি চালু করা হয়নি। এরশাদ সরকার কলেজে ৩ একর জায়গা প্রকল্প থেকে বাদ দেন। ফলে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের আবাসিক ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। শুরু হয় কলেজের অন্ধকার জীবন।

প্রশ্ন দেখা দেয়, কলেজকে কেন কার স্বার্থে এসব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হল।

পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই

কলেজে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না নতুন শিক্ষক। কয়েকজনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে অনারারী হিসেবে। অনেক শিক্ষক অবসরে গেছেন। অনেকে প্রস্তুতি নিচ্ছেন অবসরে যাওয়ার জন্য। জানা গেছে, শিক্ষকদেরও নানারকম সমস্যা রয়েছে। তাদের নেই বাসস্থানের সুবিধা। নেই যানবাহনের সুবিধা। চিত্তবিনোদনের নেই ব্যবস্থা। উচ্চশিক্ষার জন্য স্কলারশীপেরও ব্যবস্থা নেই। সবচেয়ে অপমানজনক হল, শিক্ষকদের বেতন স্কেলের উপর সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের নগ্ন কাটছাঁট প্রক্রিয়া।

ছাত্র ভাতা ও ইন্টার্নী ভাতা

১৯৯৪-৯৫ সালে ছাত্র বৃত্তি নিয়ে আন্দোলন হলে ১৯৯৬ সালে তা মঞ্জুর হয়। সকল মেডিকেল কলেজে একসাথে বৃত্তি প্রদান প্রকল্প থেকে বৃত্তি পাওয়া গেলেও মাত্র ২ বছর পর সরকার তা আবারো বন্ধ করে দেয়। এখন আর কোন উদ্যোগ নেই। এদিকে ৫টি ব্যাচ ইন্টার্নী সমাপ্ত করেছে অথচ ভাতা আজও পায়নি। জানা গেছে, এ ব্যাপারটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাধান করা হয়েছে। তা সকল মেডিকেল কলেজের বেলায় প্রযোজ্য হলেও এই হোমিপ্যাথিক কলেজের ইন্টার্নীদের ভাতা দেয়া হচ্ছে না।

জীর্ণ কলেজ ভবন সংস্কারের উদ্যোগ নেই

১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটির এখনও সংস্কার করা হয়নি। পুরাতন ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় বেশ কয়েকটি স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে বড় আস্তর ভেঙ্গে পড়ার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্লাস করতে আতংক দেখা দিচ্ছে। কলেজ সীমানা সংক্রান্ত বিশাল দেয়াল ধসে কয়েকদিন আগে ৯ জন বস্তিবাসী মারা গেছে। তবুও সরকারের টনক নড়েনি। সে সীমানা দেয়াল এখনো ঠিক করা হয়নি।

আরো কয়েকটি সমস্যা

এত বড় কলেজটিতে দারোয়ান থাকলেও তারা রাতে ডিউটি করে না। কলেজের ভিতর বিশাল চত্বরে সন্ধ্যা হলেই অন্ধকার নেমে আসে। অথচ এখানে রয়েছে একটি হাসপাতাল। এছাড়া কলেজের লাইব্রেরীতে বইপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। তাছাড়া ক্লাসরুমেরও অভাব রয়েছে। নেই ছাত্রদের খেলাধুলার সরঞ্জাম। ব্যবহারিক কাজের জন্য মাইক্রোস্কোপি যন্ত্রপাতি নেই। ডেড বডি নেই। নেই ডোম।

হাসপাতাল সমস্যা

কলেজের একপাশে বলা যায় ঢুকতেই হাসপাতাল ভবন। নামকাওয়াস্তে রয়েছে ১০০ বেডের হাসপাতাল। রোগী ভর্তি হয়েছে ১৫ থেকে ২০ জন। তবে আশার কথা, এসব রোগী অত্যন্ত জটিল রোগে আক্রান্ত হলেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করেছেন। গ্যাংরিন, লিভার বড় হয়ে যাওয়া, শরীরের অস্বাভাবিক জ্বালা-পোড়া, এ্যাজমার চিকিৎসাও হচ্ছে এখানে। এসব রোগীদের মতে হোমিপ্যাথিক চিকিৎসার পর সুস্থ হয়েছেন। তবে কেন অধিক সংখ্যক রোগী ভর্তি হচ্ছে না সে ব্যাপারে নানারকম অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিরাপত্তার অভাব, ডাক্তারের সংখ্যা কম ও ব্যাপক প্রচারণা না থাকার কারণে এদিকে রোগীরা আসছে না। জানা গেছে, হাসপাতালে ইমার্জেন্সির সুব্যবস্থা নেই। নামে একটি রুম রয়েছে। ১০০ বেডের হাসপাতাল হলেও নেই এম্বুলেন্স। প্যাথলজি ডিপার্টমেন্ট আছে। কিন্তু প্যাথলজিস্ট ডাক্তার (এমবিবিএস) আসেন আর উচ্চ শিক্ষার জন্য অন্যত্র চলে যান। ফলে রোগীদের কোন লাভ হয় না। তাছাড়া দামী এক্স-রে মেশিন রয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত এটা চালু অবস্থায় কেউ দেখতে পায়নি। জানা গেছে, ২৭ লাখ টাকায় এটা ক্রয় করা হয়েছিল। হাসপাতালে সার্জারী ডিপার্টমেন্ট রয়েছে কিন্তু সার্জন না থাকায় এখানে কোন অপারেশন হয় না। তাছাড়া আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই। পর্যাপ্ত নার্স নেই। নিরাপত্তার অভাবে রাতে নার্সরা ডিউটি করতে চায় না। নার্সদের বাসস্থান নেই। রোগীদের জন্য খাবার, খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। ২২ টাকায় তিন বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে নানারকম কথা শুনা যায়। জানা গেছে, ভাল খাবারের দাবীতে বেশ কয়েকবার রোগীরা মিছিল পর্যন্ত করেছে। এদিকে বহিঃবিভাগে প্রচুর রোগী আসলেও পর্যাপ্ত ওষুধ পাওয়া যায় না।

পাস করেও বেকার

কলেজ থেকে প্রায় ২৫০ জন চিকিৎসক বিএইচ এমএস ডিগ্রী সমাপ্ত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়েছেন। কিন্তু সরকার তাদের জন্য কোন প্রকার চাকরির ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মেডিকেল এডুকেশন পরিচালক কর্তৃক ক্যারিকুল্যাম-এর মাধ্যমে পড়াশুনা করে এবং সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা বেকার। কলেজে অনেক শিক্ষক পদ পূরণের কোন ইচ্ছাও দেখাচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। যে কয়েকটি পদ খালি ছিল তা রহস্যজনক কারণে এমবিবিএসদেরকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রীপ্রাপ্তদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। অথচ এগুলো না করে বিএইচএমএসদের চাকরিতে, শিক্ষকতায় ও মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া যেত।

কয়েকজনের মতামত

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও হোমিওপ্যাথিক উন্নয়ন পরিষদের মহাসচিব ডাঃ আরিফুর রহমান মোল্লা এবং জাতীয়তাবাদী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক দলের যুগ্ম মহাসচিব ডাঃ মোঃ মসিউজ্জামান পান্নু অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কলেজটির ব্যাপারে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রকল্পের বাস্তবায়ন দাবী করেছেন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ কলেজ প্রকল্প অনুমোদন করিয়েছিলেন তার বাস্তবায়নের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। ও কলেজের বরাদ্দে থাকা ৬ একর জমি ফিরি জন্য দাবী জানান।

শিক্ষকদের বেতন স্কেল নিয়ে অপমানজনক অবস্থার সৃষ্টি

—অধ্যাপক ডাঃ ক

প্রিন্সিপাল, সরকারী হোমিওপ্যাথিক

হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতাল ছাত্রদের নানারকম সমস্যা নিয়ে কলেজের প্রিন্সিপাল অ রুহুল আমিন বলেন, লাইব্রেরীতে বই সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হবে। তিনি বলেন, কিছুদিনের ম্যাজার টাকার বই কেনা হবে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষকদের বেশকিছু সমস্য তিনি নতুন শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান। তবে তিনি দুঃখ প্রকাশ ক শিক্ষকদের বেতন স্কেল নিয়ে অপমানজনক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে নিয়োগের সম দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল কিন্তু তা দেয়া হয়নি। তিনি পাস করে বেকার ছাত্র-ছাত্রীদের পাবার ব্যাপারে বলেন, হেলথ কমপ্লেক্সগুলোতে অবিলম্বে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নিয়োগ দেয়া দর বলেন, ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হলে সারাদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রসার ঘটবে। কা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের চিকিৎসা পেয়ে গ্রামের দরিদ্র জনগণ উপকৃত হবে।

তিনি স্বীকার করেন, ইন্টার্নী ভাতা না পেয়ে ডাক্তাররা হতাশ হচ্ছেন। কলেজের ছা আবাসিক ভবন নির্মাণ জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন।